যুগান্তর

তারিখ ....22 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৫ ......

বাণিজ্যিক কলেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বোর্ডের ৮৮ কলেজ একজন শিক্ষার্থীও পায়নি

মুসতাক আহমদ

ঢাকার ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজে মোট আসন আছে ২১০০। কিন্তু এবার দ্বিতীয় তালিকা পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬২২ জন। বাকি ১ হাজার ৪৭৮টি আসনই রয়েছে শূন্য। এই কলেজটি দেশবাসীর কাছে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের মালিকের আরও তিনটি কলেজ রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে— কিংস কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ এবং উইনসাম কলেজ। এরমধ্যে কিংস কলেজে মোট আসন ৪০০। এতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৭ জন। এরা সবাই বিজ্ঞান বিভাগের। বিজনেস স্টাডিজে একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। মেট্রোপলিটনে মোট ৪৫০টি আসনের মধ্যে ৩৮৫টিই খালি। তবে উইনসাম কলেজে তুলনামূলক বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ মিলে ৪০ জন ছাত্র পেয়েছে কলেজটি। মোট ১১০টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসন খালি আছে।

৬ জুলাই ঢাকা বোর্ড প্রকাশিত বিভিন্ন কলেজে ভর্তির তালিকায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। এতে আরও দেখা যায়, শুধু ক্যামব্রিয়ান, কিংস কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ বা উইনসাম কলেজের ক্ষেত্রেই এমন ঘটেনি, এই বোর্ডের বেশিরভাগ বাণিজ্যিক কলেজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে একই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। শিক্ষাকে পণ্য করে তোলা এসব কলেজ থেকে সচেতন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মন ভোলানো বিজ্ঞাপন আর নানা লোভনীয় অফারও এবার তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুর রহমান এ বিষয়ে ১৩ জুলাই বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'যেসব কলেজ এবার ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী পায়নি তাদের বিষয়ে বোর্ডের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ইতিমধ্যে একবার আলোচনা হয়েছে। এদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া যায় তা আমরা ভাবছি।' তিনি বলেন, তালিকা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এসব কলেজের বেশির ভাগেই শিক্ষার্থী ভর্তির জন্যই আবেদন করেনি। আবার যেসব কলেজে অল্পসংখ্যক আবেদন পড়েছে তা ছিল পছন্দের তালিকায় একেবারেই নিচের দিকে। এ অবস্থায় কোনো কলেজ শিক্ষার্থী পেয়েছে, আবার কেউ পায়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসব কলেজ শিক্ষার্থী না পাওয়ার প্রধান **শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২**

শিক্ষার্থীরা : ফিরিয়ে নিয়েছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানে পড়তে চায়। তিনি কিছু কলেজের নাম উল্লেখ করে বলেন, ওইসব কলেজে যদি হাজার হাজার আসন বাড়িয়ে ঘোষণা দেয়া হয়, তারা আরও শিক্ষার্থী নেবে। তাহলে অনেকেই টাকা লোকসান দিয়ে আগে ভর্তি হওয়া কলেজ ছেড়ে যাবে।' এ কারণে বিখ্যাত কলেজের নাম ধার নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা যায় বলে মনে করেন তিনি।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমে এবার মোট ১ হাজার ১৩৬টি কলেজ অংশ নিয়েছে। ভর্তির চিত্র নিয়ে বোর্ড প্রকাশিত তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৬ জুলাই (দ্বিতীয় তালিকা) পর্যন্ত ৮৮টি কলেজ একজন শিক্ষার্থীও পায়নি। অর্থাৎ, এসব কলেজে কেউই ভর্তি হয়নি। এর বাইরে প্রায় এক হাজার কলেজ রয়েছে, সেগুলো ক্যামব্রিয়ান কলেজের মতো হাতেগোনা কিছু শিক্ষার্থী পেয়েছে। অপরদিকে এবার অনলাইনে ভর্তির অধীনে আসা সারা দেশের ৮ হাজার ৮৮১টি কলেজের মধ্যে প্রায় ২০০ কলেজ মাত্র এক থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য পেয়েছে। আর ৯৯৯টি কলেজ শিক্ষার্থী পেয়েছে ১ থেকে ২০ জন। এসব কলেজই এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। বিপরীত দিকে এবার সারা দেশের ২০টি কলেজে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি দেখা গেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করেছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে। এ কলেজে আসনসংখ্যা এক হাজার ২০০। নিজেদের স্কুল শাখা থেকে পাস করা ৮০০ জন বাদে ৪০০ আসনের জন্য আবেদন পড়েছিল প্রায় ১৮ হাজার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আবেদন পড়ে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম কলেজে। এর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার। এভাবে রাজধানীর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ কলেজ পছন্দে শীর্ষে ছিল বলে জানান ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক জানান, প্রথম তালিকায় ভর্তি হওয়া এবং দ্বিতীয় তালিকায় ভর্তির সুপারিশ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করে কলেজের খালি আসন বের করা হয়। সেই সংখ্যাই ৬ জুলাই কলেজভিত্তিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় তালিকায় ভর্তির সুপারিশ পাওয়া সবাই যে সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তি হয়েছে, তা বলা যাবে না। সুতরাং তৃতীয় তালিকায় এসেও অনেক কলেজের আসন আগের মতোই খালি থাকতে পারে। তবে কোন কলেজে কত আসন তৃতীয় তালিকা প্রকাশের পর খালি রয়েছে, আমরা তা এখনও বের করিনি।' চতুর্থ দফায় ভর্তির আবেদন নেয়ার আগে তা প্রকাশ করা হবে। এই বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, শেষ দফায় শূন্য আসনের তালিকা প্রকাশের পর বাণিজ্যিক কলেজের দুর্দশার চিত্র আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। ঢাকা বোর্ডের ভর্তি বঞ্চিত বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে ১২ ও ১৩ জুলাই এ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হয়। এ সময় তারা জানান, একাদশ শ্রেণীর ভর্তির ওয়েবসাইটে (ীীী.রিপষধংংধফসরংংরড়হ.মড়া.নফ) আমরা শত শত কলেজ পেয়েছি, যেখানে হাজার হাজার আসন খালি রয়েছে। কিন্তু এসব কলেজের নামই আকর্ষণ করে না। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত বিভিন্ন কলেজের নাম চুরি করে, ডিকশনারি বা ইতিহাস থেকে শব্দ ও নাম ধার করে অদ্ভুত, মিশ্র ও সংকর রূপের নানা নামের কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। এসব কলেজের যেমন ঐতিহ্য নেই, তেমনি নেই ভালো লেখাপড়ার রেকর্ড। শিক্ষার্থী ভর্তির পর জিম্মি করে কাড়ি কাড়ি টাকা হাতিয়ে নেয়াই বেশিরভাগ কলেজের লক্ষ্য। নিজেদের অস্তিত্ব ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে সংবাদপত্র আর টেলিভিশন-রেডিওতে চমকপ্রদ ও অবাস্তব নানা অফার দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারই এদের পুঁজি।

এমন একটি বাণিজ্যিক কলেজের খপ্পরে পড়া ছাত্র ফাহিম আহমেদ। এ ছাত্র প্রথম মেধা তালিকায় মালিবাগের ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে চান্স পেয়েছিল। সেখানে ভর্তি হতে গেলে তার কাছে চাওয়া হয় ৫৬ হাজার টাকা। ৫ জুলাই ঢাকা বোর্ডে আলাপকালে ফাহিম বলে, 'আমি এই কলেজে পড়ব না। মাইগ্রেশন করতে চাই। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ৫৬ হাজার টাকা চায়।' এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী বলেন, কিছু স্কুল ও কলেজ আছে ভুঁইফোড়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য, টেস্টে ফেল করা অন্য কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসানো নিয়ে প্রতারণা, নিজেরা শিক্ষার্থী ভর্তির পর অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ানো ইত্যাদি নানা অভিযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় আমাদের জন্য ভোগান্তির কারণ। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে বোর্ড সব সময়ই সতর্ক থাকে। একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি করাতে না পারা ৮৮টি কলেজের মধ্যে রয়েছে— আলোড়ন কলেজ, উদয়ন আইডিয়াল কলেজ, রিফ্রেস মডেল কলেজ, উইবট কলেজ, লাইসিয়াম কলেজ, লিডস কলেজ, নিউ ক্যাসল কলেজ, ইউরোপিয়ান কলেজ, এমিনেন্স কলেজ, গ্লাজগো কমার্স কলেজ, ব্লু মাউনটেন কলেজ, দেশ আইডিয়াল কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, প্রাইম স্কলারস কলেজ, চার্টার্ড কলেজ ইত্যাদি। সর্বনিম্ন একজন থেকে আসন সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই কমসংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া কিছু অদ্ভুত নামের কলেজ হচ্ছে— ইস্টার্ন আইডিয়াল কলেজ, এইচএ ডিজিটাল কলেজ, ট্রিনিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিটি রয়্যাল কলেজ, ঢাকা এডিনবার্গ ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, সানওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অক্সফোর্ডিয়ান ল্যাবরেটরি কলেজ, মাইলেশিয়াম কলেজ, ঢাকা চার্টার্ড কমার্স কলেজ ইত্যাদি।